মুজিবনগরের ডাক্তার দম্পত্তির বিরুদ্ধে অসদাচারণের অভিযোগ

চিকিৎসার জন্য মুজিবনগরের সীমান্তবর্তী সোনাপুর গ্রাম থেকে আসেন আসাদুল ইসলাম। তার পছন্দের চিকিৎসক মাহমুদুর রহমান শিমুল রোগ নির্ণয়ের জন্য কিছু পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দেন। নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলো করিয়ে রিপোর্ট দেখাতে আসলে, শিমুল পরিচালিত ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিকের রিসেপশনে জানানো হয় যে, তাদের পছন্দ করা ল্যাবে পরীক্ষা না করালে রিপোর্ট গ্রহণ করা হবে না।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ল্যাব মালিক ও রোগীর স্বজনদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে অবস্থিত ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিকে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সংবাদ পেয়ে সাংবাদিক জাহিদ ও সাবিত তুহিন সেখানে উপস্থিত হন। ল্যাব মালিক ও রোগীর স্বজনদের সাথে কথা বলার সময় ভিডিও ধারণ করতে গেলে ল্যাব কর্তৃপক্ষের কয়েকজন এবং ডাক্তার শিমুলের শ্বশুর-শাশুড়ি মিলে ক্যামেরা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

এছাড়া, পাশের দুটি ল্যাব পপুলার এবং কেয়ার ল্যাবের মালিকরা অভিযোগ করেছেন, ডাক্তার শিমুল ও তার স্ত্রী ডা. সাদিয়া আফরিন সোমা তাদের ল্যাবের রিপোর্টকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না।

এ বিষয়ে ডা. মাহমুদুর রহমান শিমুল বলেন, মুজিবনগরে অনেক ল্যাবে বৈধ প্যাথলজিস্ট নেই, যার কারণে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে সেসব ল্যাবের রিপোর্টকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। তবে সাংবাদিকদের সাথে কোনো ধরনের অসদাচরণের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

উল্লেখ্য, মাহমুদুর রহমান শিমুল ও সাদিয়া আফরিন সোমা দম্পতির মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে ডক্টরস ল্যাব অ্যান্ড ক্লিনিক, মুজিবনগর। বর্তমানে তারা দুজনই কর্মরত আছেন ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর সদর হাসপাতালে।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী দেখতে আসেন মেহেদী হাসান

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী দেখতে আসেন ঝিনাইদহে- ৩ আসনের সম্ভব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (রনি)।

শনিবার বিকেলে পরিদর্শনে আসেন তিনি। এ সময় তিনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। খোঁজ খবর নেন চিকিৎসাধীন রোগীদের।

জানা যায়, রোগী দেখতে ও কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করতে আসেন ঝিনাইদহে- ৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (রনি)।

এ সময় তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ফারুক হোসেন (খোকন), মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, পৌর যুব দলের সদস্য সচিব সেলিম রেজা (মধু), পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক বাধন রাজবীর (নিশু)।

এরপর তিনি কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। খোঁজ খবর নেন চিকিৎসাধীন রোগীদের। মেহেদী হাসান রনি ঝিনাইদহ -৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম শহিদুল ইসলাম মাস্টারের বড় ছেলে। তিনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ – ৩ আসন থেকে সংসদ নির্বাচনে সম্ভব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী বলে দলীয় সুত্রে জানা গেছে।

মেহেরপুরে অসহায় দরিদ্র রোগীদের মাঝে ৪৭ লাখ টাকার অনুদানের চেক বিতরণ

মেহেরপুরে ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হ্রদরোগে আক্রান্ত দরিদ্র অসহায় রোগীদের মাঝে ৪১ লাখ ৫০ হাজার টাকার অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব রোগীদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে অনুদানের এ চেক বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

মেহেরপুর জেলার ৮১ জন রোগীর মাঝে জাতীয় সমাজকল্যান পরিষদ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এ অনুদান বরাদ্দ দেয়। এছাড়া বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ১৩৪ জন দরিদ্র অসহায় রোগীদের মাঝে আরো ৫ লাখ ২৪ হাজার টাকার চেক তুলে দেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহিন, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টচার্য, মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শামীম আরা হীরা।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর শহর সমন্বয় পরিষদের সভাপতি আমিনুল ইসলাম খোকন, সহসভাপতি রাহিনুর জামান পলেন প্রমুখ।

গাংনীতে করোনা পজিটিভ রোগীর বাড়িতে ঔষধ সরবারহ

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাংনীতে লকডাউন এ রাখা করণা পজিটিভ রোগের বাড়িতে বাড়িতে নিয়মিতভাবে ঔষধপত্র পৌঁছে দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।

যাদের সংস্পর্শ এবং আশপাশের এলাকায় যেতে ভয় পাচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝুঁকি নিয়ে নিয়মিত ভাবে ঔষধ পৌঁছে দেয়ার ঘাটতি নেই তাদের।

করোনা পজেটিভ রোগীদের বাড়িতে প্রতিদিনের ন্যায় মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকদের একটি টিম প্রতিটি পজিটিভ রোগের বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে করোনা রোগীর চিকিৎসার ওষুধ। নিরাপদ দূরত্ব থেকে বলে দেয়া হচ্ছে ওষুধ সেবনের নিয়ম। নিজের সুস্থ হওয়ার জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করছেন রোগীরাও।

বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের হাত থেকে সাধারণ মানুষ তো মরছেই রেহাই পায়নি চিকিৎসক পুলিশ সাংবাদিকরাও। আস্তে আস্তে পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনেকেই অনীহা প্রকাশ করলেও চিকিৎসকরা আজও রয়েছে মাঠে ময়দানে নিজ কর্মক্ষেত্রে। চিকিৎসকদের এই দায়িত্ববোধ এবং সেবা প্রদানের মহানুভবতা স্মরণে রাখার মত বলে মনে করছেন সুধীমহল। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে করণা পজিটিভ রোগীদের সুস্থ করার জন্য গাংনী উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একঝাঁক তরুণ চিকিৎসক ও সেবা প্রদানে সোচ্চার রয়েছেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম ও আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাক্তার সাদিয়া সুলতানা তরুণ চিকিৎসকদের সাথে নিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছে গাংনী বাসিকে।

আবাসিক মেডিকেল অফিসার সাদিয়া সুলতানা জানান, গাংনীতে পর্যন্ত চারজন করনা পজেটিভ রোগী রয়েছে। তাদের বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। তাদেরকে নিয়মিত চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। তারা বর্তমানে খুবই ভালো আছে। তবে তারা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন বলেও তিনি আশাবাদী।

ওষুধ প্রদানের সময় স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান, স্বাস্থ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]